দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ২

পাবলিক ও প্রাইভেট ভার্সিটির অনিয়ম দুর্নীতিরোধে স্থায়ী ভিজিল্যান্স ফোর্স হচ্ছে

মোশতাক আহমেদ ॥ দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতিরোধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধীনে স্থায়ী ভিজিল্যান্স ফোর্স গঠন হচ্ছে। এই ফোর্স সর্বক্ষণিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষার অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করবে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মঞ্জুরি কমিশনের আদলে করা হচ্ছে এই ভিজিল্যান্স ফোর্স।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলাম ভিজিল্যান্স ফোর্স গঠনের কথা স্বীকার করে জনকণ্ঠকে বলেন, ভিজিল্যান্স ফোর্স গঠনের বিষয়ে আমরা ইতোমধ্যে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালমন্দ দেখার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভিজিল্যান্স টিম রয়েছে। তারই মতো করে আমরা ভিজিল্যান্স ফোর্স গঠন করার চিন্তাভাবনা করছি। তিনি বলেন, পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধ করার জন্যই এই ভিজিল্যান্স ফোর্স গঠন করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও চলমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়াসহ বিভিন্ন উদ্দেশে নিয়ে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ অনুসারে 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এর কাজ ছিল সীমিত। তখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল হাতেগোনা। এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ার পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ও কমিশনের অধীনে এসেছে। বর্তমানে দেশে ২৭ পাবলিক, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫৪ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যাদের ভালমন্দ দেখভালের মূল দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের। কিন্তু সীমিত জনবল দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন মূলত কাজের কাজ কিছুই করতে পারছে না। ক্ষমতা না থাকায় কোন ব্যবস্থাও নিতে পারছে না। এর মধ্যে আবার পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনিয়ম ও দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। দলীয়করণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। জোট

(৩ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

পাবলিক ও প্রাইভেট

(১২-এর পাতার পর)

সরকারের আমলে কেবল ২২ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই পাঁচ হাজারেরও বেশি শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে, যাদের সিংহভাগই হয়েছে দলীয় ভিত্তিতে। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক দুর্নীতির চিত্র ভয়াবহ। উপাচার্য হয়েই অনেকে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে স্রেফ ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে। কোন রকম নিয়মকানুন না মানায় কিছুদিন আগে পাঁচটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাতেও বন্ধ হয়নি অনিয়ম ও দুর্নীতি। বর্তমানে দেশের দুইটির অধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্ত করছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। কিন্তু জনবলের অভাবে খুব একটা এগোতে পারছেন তারা। অবশ্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। বর্তমান মঞ্জুরি কমিশন চাচ্ছে একটি স্থায়ী ভিজিল্যান্স ফোর্স থাকলে তারা সর্বক্ষণিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনিয়ম ও দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে পারবে। তাতে করে অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ হবে। এ সব চিন্তা থেকেই স্থায়ী ভিজিল্যান্স ফোর্স গঠন করতে চায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। সূত্রমতে এ নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ইতিবাচক সাড়া পেলেই ভিজিল্যান্স ফোর্স গঠনের কাজ শুরু করা হবে।

মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান মোঃ নজরুল ইসলাম বলেন, এখনও পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখন অভিযোগ পাওয়ায় তদন্ত করা হয়। কিন্তু ভিজিল্যান্স ফোর্সের কাজই হবে শুধু অনিয়ম-দুর্নীতি দেখাশোনা করা। তারা নিজেরাই এ কাজটি করে যাবে। এতে করে অনিয়ম কমবে। তিনি জানান আমরা এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছি।